দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 22 SEP 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

বৃত্তির টাকা তামাদি!

পাওনা টাকা কি তামাদি হয়? তামাদি হয় কি বৃত্তির টাকা? বিদ্যালয়ের অনুদান বা সাহায্যের জন্য বরাদ্দ? এ প্রশ্ন প্রতি মুহূর্তে বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাজধানী ঢাকার শিক্ষা ভবনে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এই ভবনে আসে দেন–দরবার করবার জন্য। পরিচয়ে ওরা শিক্ষক। শিক্ষক হলেও দেন–দরবার করাই এদের মুখ্য কাজ। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, দেশের প্রতিটি স্কুল বা কলেজের দেন–দরবার করার জন্য একজন শিক্ষক রাখতে হচ্ছে। স্কুল বা কলেজে এদের উপস্থিতি বিরল। পড়াবার ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা গৌণ। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরাই মুখ্য ব্যক্তি, প্রাণশক্তি। এরা রাজধানীর শিক্ষা ভবনে নিয়মিত যাতায়াত করে বলেই শিক্ষক–কর্মচারীদের দেনা–পাওনার সঠিক হিসাব হয়। নিয়মিত অনুদান মেলে।

এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলেই বিপত্তি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অডিটে গণ্ডগোল হলে অনুদান নিয়ে বিপত্তি দেখা দিতে পারে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের খুশী করতে না পারলেও এমন দশা ঘটতে পারে। ফলে স্থগিত হতে পারে অনুদান। সময় মত দৌড়–ঝাঁপ করতে না পারলে পুনরায় এই অনুদান নিয়মিত করা কঠিন ব্যাপার।

শিক্ষা ভবনে পাওনা তামাদি হবার প্রশ্নের এখান থেকেই শুরু। একবার পাওনা স্থগিত হলে এবং ইতিমধ্যে অর্থ বছর চলে গেলে পাওনা নাকি তামাদি হয়ে যায়। এ ধরনের একটি ভয় ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি মাঝে মাঝে করা হয় শিক্ষা ভবনে। তবে এরও দাওয়াই আছে। সঠিক সময়ে সঠিক পাত্রে দাওয়াই দিতে পারলে তামাদির টাকাও পাওয়া যায়। এবং এভাবেই পাওয়া যাচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে।

কিন্তু ঠিক এমনি করে ভাগ্যের শিকা ছেঁড়েনি একটি ভিন্ন ক্ষেত্রে। ১৯৯১ সালের বৃত্তিপ্রাপ্ত পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা নাকি তাদের বৃত্তির টাকা পায়নি। সংশ্লিষ্ট মহল থেকে বলা হয়েছে বৃত্তির জন্য টাকা বরাদ্দ নেই। তাই এবার বৃত্তির টাকা দেয়া হচ্ছে না বা হবে না। কোন কোন স্কুল আগ বাড়িয়ে তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির টাকা দিয়েছিল। এবার তারাও বিপদে পড়েছে। ছাত্রছাত্রীদের দেয়া টাকা তারা ফেরত নিয়েছেন। আর সর্বশেষ সংবাদে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নাকি জানিয়েছেন জুন মাসে অর্থ বছর শেষ হয়ে যাওয়ায় বৃত্তির টাকা তামাদি হয়ে গেছে।

তাহলে সত্য কোনটি। প্রথম বলা হয়েছিল টাকা বরাদ্দই হয়নি। এবার বলা হচ্ছে বৃত্তির টাকা তামাদি হয়ে গেছে। টাকা বরাদ্দ না হলে তামাদি হবার প্রশ্ন আসে না। এ সত্যটি কাউকে নিশ্চয়ই বোঝাবার প্রয়োজন করে না। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেই বলতে হবে এই বৃত্তির টাকা নিয়ে সত্যি সত্যি সমস্যাটি কোথায়। আমরা যতদূর জানি এই বৃত্তির টাকার অংক খুব বড় নয়। এখানে টাকাটা মুখ্যও নয়। মুখ্য হচ্ছে মেধার পরীক্ষায় জয়লাভ এবং নতুন করে লেখাপড়ার অনুপ্রেরণার সৃষ্টি। সে পরিপ্রেক্ষিতে বৃত্তির টাকা ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছালে সকল মহলই খুশী হবে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।